



76413 - বয়িৰে খোতবা পড়াকাল সূৰা ফাতহি পড়া

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি একজন যুবক মানুষ; বয়িৰে করতে যাচ্ছি। আমি যে দেশে বয়িৰে আকদ করতে যাচ্ছি সে দেশে তারা 'ফাতহি পড়া' নামক একটা বিষয় করে থাকে। আমাদের দেশে যখন কোন পুরুষ বয়িৰে করতে যায় তখন তারা সূৰা ফাতহি পড়ে। এ উদ্দেশ্যে তারা বররে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করে, তাদের জন্ম মষিটান্ন ও পানীয় পশে করে। এভাবে ফাতহি পড়া কিসুনত? যদি সুনত হয় তাহলে এটা করা দ্বারা কী আরোপতি হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

বয়িৰে আকদকালে কথিবা প্রস্তাবকালে সূৰা ফাতহি পড়া সুনত নয়; বরং এটা বদিআত। কুরআনের বিশিষে কোন অংশ দিয়ে বিশিষে কোন আমল করা দলিল ছাড়া জায়যে নয়।

আবু শামা আল-মাকদসি 'আল-বায়সি আল ইনকারলি বদি ও হাওয়াদসি' গ্রন্থে (১৬৫) বলেন: কোন ইবাদতকে বিশিষে কোন সময়েরে জন্ম খাস করা—শরয়িত যা করনে— অনুচতি। কারণ বান্দার এ ধরণেরে খাস করার অধিকার নাই। বরং সটো শরয়িতপ্রণতোর অধিকার।[সমাপ্ত]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটির আলমেগণকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে: পুরুষ কর্তৃক নারীকে বয়িৰে প্রস্তাব দয়োকালে সূৰা ফাতহি পড়া কী বদিআত?

জবাবে তাঁরা বলেন: পুরুষ কর্তৃক কোন নারীকে বয়িৰে প্রস্তাব দয়োকালে কথিবা বয়িৰে আকদ কালে সূৰা ফাতহি পড়া বদিআত।[সমাপ্ত]

এভাবে সূৰা ফাতহি পড়ার প্রকেষতি বয়িৰে আকদ সংক্রান্ত কোন বধিান আরোপতি হয় না। কারণ সূৰা ফাতহি পড়ার মান এ নয় যে, বয়িৰে আকদ সম্পন্ন হয়েছে। বরং ধরতব্য হবে— অভভিবক ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ইজাব (বয়িৰে প্রস্তাবনা) ও কবুল (গ্রহণ)।

সুনত হচ্চে- বয়িৰে খোতবার সময় 'খোতবাতুল হাজাহ' পড়া।



আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়রে ক্বতেরে ও অন্যান্য ক্বতেরে আমাদেরকে ‘খোতবাতুল হাজাহ’ (প্রয়োজন পূরণে খোতবা বা বক্তৃতা) শখিতনে: ‘ইন্না ল হামদা লিল্লাহ, নাসতায়নিহু, ওয়া নাসতাগফরিহু, ওয়া নাউজুবহি মনি শুরুরা আনফুসনি, মান ইয়াহদহিল্লাহু ফালা মুদলিল্লাহ, ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহ, ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।’ (অর্থ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য চাই। তাঁর কাছে ক্বমা প্রার্থনা করি। আমাদের আত্মার অনিষ্ট থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হদায়তে দনে তাকে পথভ্রষ্ট করার কডে নহে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করনে তাকে হদায়তে দয়োর কডে নহে। আমি সাক্ষ্য দচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে। আমি আরও সাক্ষ্য দচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(অর্থ- হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবেরে তাকওয়া অবলম্বন কর; যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করছেন ও তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দনে; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নজি নজি হক দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়েরে ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। [সূরা নসি, আয়াত: ০১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

(অর্থ- হে মুনিগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিমি (পরিশুদ্ধ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না” [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১০২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِغِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

(অর্থ- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্বমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরে আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১]

[সুনানে আবু দাউদ (২১১৮), আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়িত করছেন]

লোকেরো এ সুননতকে বাদ দিয়ে বদিআতকে আঁকড়ে ধরছে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন মুসলমানদেরকে তাদের আসল দ্বীনরে দকি উত্তমরূপে ফরিয়ে আননে।



আল্লাহই ভাল জানেন।